১. অ্যারিস্টটল কিভাবে প্লেটোর ধারণাতত্ত্ব বা আকারতত্ত্বের খণ্ডন করেছেন তা আলোচনা করো।

গ্রিক দর্শনের ইতিহাসে প্লেটো ও অ্যারিস্টটলের দার্শনিক বিরোধ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। প্লেটোর প্রতি অ্যারিস্টটলের গভীর শ্রদ্ধা থাকা সত্ত্বেও তিনি তাঁর গুরুর চরম ভাববাদী ধারণাতত্ত্ব বা আকারতত্ত্ব সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করেননি। অ্যারিস্টটলও প্লেটোর ন্যায় স্বীকার করেছেন যে, আকার বা সামান্য হলো বিশেষ বিশেষ বস্তুর নিত্য সারসত্তা। কিন্তু প্লেটো যেখানে আকারকে পার্থিব বস্তু থেকে বিচ্ছিন্ন করে এক স্বতন্ত্র অতীন্দ্রিয় জগতে স্থাপন করেছেন, অ্যারিস্টটল সেখানেই তীব্র আপত্তি জানিয়েছেন। যুক্তি ও বাস্তব অভিজ্ঞতার নিরিখে তিনি প্লেটোর মত খণ্ডন করেন।

(ক) ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের ব্যাখ্যা প্রদানে ব্যর্থতা: অ্যারিস্টটলের মতে, দর্শনের মূল কাজ হলো আমাদের প্রত্যক্ষ দৃশ্যমান ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ ও তার পরিবর্তনশীলতার যথার্থ ব্যাখ্যা দেওয়া। প্লেটো এই বাস্তব জগৎকে অবাস্তব বা আকারের অপূর্ণ প্রতিলিপি বলে অভিহিত করে মূল সমস্যাকে এড়িয়ে গেছেন। ফলে দৃশ্যমান বস্তুসমূহের বাস্তব অস্তিত্বের কোনো সদুত্তর প্লেটোর ধারণাতত্ত্ব থেকে পাওয়া যায় না।

(খ) অনুকরণ তত্ত্বের অস্পষ্টতা ও অসঙ্গতি: প্লেটো দাবি করেন যে জাগতিক বস্তুগুলি হলো পরম আকারের অনুকরণ বা প্রতিরূপ। অ্যারিস্টটলের মতে, বস্তু যদি আকারের প্রতিরূপ হয় এবং বস্তু থেকেই আকারের পরিচয় মেলে, তবে আকারকেও কোনো-না-কোনোভাবে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হতে হয়। কিন্তু প্লেটো আকারকে সম্পূর্ণ অতীন্দ্রিয় বলেছেন, যার ফলে আকার ও বস্তুর এই অনুকরণমূলক সম্পর্ক স্ববিরোধী হয়ে পড়ে।

(গ) সারসত্তার বিচ্ছিন্নতা সংক্রান্ত স্ববিরোধিতা: অ্যারিস্টটলের প্রধান আপত্তি হলো—কোনো বস্তুর সারধর্ম বা সারসত্তা কখনোই বস্তু থেকে পৃথক হয়ে অন্য কোনো স্বতন্ত্র জগতে অবস্থান করতে পারে না। যেমন—'মনুষ্যত্ব' থাকবে বাস্তব মানুষের মধ্যেই, মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো অতীন্দ্রিয় লোকে নয়। সারসত্তাকে বস্তু থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে প্লেটো এক কৃত্রিম ব্যবধান সৃষ্টি করেছেন।

(ঘ) অনাবশ্যক জগতের দ্বিত্ব কল্পনা: প্লেটো বস্তু ও ধারণার জন্য দুটি পৃথক জগতের কল্পনা করেছেন—একটি দৃশ্যমান জড়জগৎ এবং অন্যটি অতীন্দ্রিয় আকারের জগৎ। অ্যারিস্টটলের মতে, এটি সমস্যা সমাধানের পরিবর্তে দার্শনিক জটিলতাকে দ্বিগুণ করে তোলে। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাস্তব জগতের সত্য উদ্ঘাটন না করে আরেকটি কাল্পনিক জগতের অবতারণা করা দর্শনের ক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয়।

(ঙ) গতির ব্যাখ্যায় স্ববিরোধিতা: প্লেটোর ধারণার জগৎ সম্পূর্ণ গতিহীন, স্থির ও নিত্য। অন্যদিকে জাগতিক বস্তু নিয়ত পরিবর্তনশীল ও গতিশীল। যদি জাগতিক বস্তু স্থির আকারেরই অবিকল প্রতিরূপ হয়, তবে জাগতিক সবকিছুও নিশ্চল ও গতিহীন হওয়ার কথা। প্লেটো একদিকে ধারণাকে গতিহীন বলেছেন, আবার সেখান থেকে গতিশীল জগতের ব্যাখ্যা দিতে চেয়েছেন, যা স্পষ্টতই একটি স্ববিরোধী যুক্তি।

(চ) তৃতীয় মানব যুক্তি (Third Man Argument): প্লেটোর মতে, বহু বিশেষ মানুষের মধ্যে মিল থাকার কারণ তারা একটি সাধারণ 'মনুষ্যত্ব' ধারণার অনুকরণ। অ্যারিস্টটলের যুক্তি হলো, বিশেষ মানুষ এবং সেই 'মনুষ্যত্ব' ধারণার মধ্যে সাদৃশ্য বোঝাতে আরেকটি তৃতীয় ধারণার প্রয়োজন হবে; আবার তাদের মধ্যে মিল দেখাতে চতুর্থ ধারণার প্রয়োজন হবে। এইভাবে যুক্তিটি অন্তহীন প্রক্রিয়ায় এগিয়ে অনবস্থা দোষে (Infinite Regress) দুষ্ট হয়।

(ছ) কপলস্টোনের পর্যবেক্ষণ ও দৃষ্টিভঙ্গির মৌলিক পার্থক্য: পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাসবিদ ফ্রেডেরিক কপলস্টোন উল্লেখ করেছেন যে, প্লেটো ও অ্যারিস্টটলের মতপার্থক্য মূলত তাঁদের দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যের ফল। প্লেটোর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল ভাববাদী, যেখানে তিনি পরম ধারণার জগৎ থেকে বাস্তব জগৎকে বোঝার চেষ্টা করেছেন। অন্যদিকে অ্যারিস্টটলের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল বাস্তববাদী ও অভিজ্ঞতাবাদী, যিনি দৃশ্যমান বস্তুর মাধ্যমেই তার অন্তর্নিহিত সামান্যকে আবিষ্কার করতে চেয়েছেন।

অ্যারিস্টটলের উদ্দেশ্য আকার বা সামান্যকে পুরোপুরি অস্বীকার করা ছিল না, বরং আকারকে অলৌকিক জগৎ থেকে টেনে এনে বাস্তব বস্তুর মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করা। তাঁর স্পষ্ট সিদ্ধান্ত হলো আকার বিশেষ বস্তুর বাইরে কোনো আলাদা সত্তা নয়, বস্তুর ভেতরেই আকার নিহিত থাকে (Form is immanent in Matter)। তাঁর এই যুক্তিপূর্ণ সমালোচনা ভাববাদের মোহ ভেঙে দর্শনকে বাস্তব অভিজ্ঞতার দৃঢ় ভিত্তির ওপর দাঁড় করিয়েছে।